|  |
| --- |
| **বিদ্যুৎ বিভাগ** |

**১.০ ভূমিকা**

**১.১ দেশের আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে মন্ত্রণালয়/বিভাগের গুরুত্ব:** **জাতীয় প্রবৃদ্ধি অর্জন, দারিদ্র বিমোচন ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে বিদ্যুৎ মূল চালিকা শক্তি। দেশের অর্থনৈতিক অগ্রযাত্রায় বিদ্যুৎখাত অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে। সরকারের অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (২০২০-২৫) অনুযায়ী বার্ষিক গড় প্রবৃদ্ধি ৮.৫% অর্জনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধির সাথে তাল মিলিয়ে দৈনন্দিন গৃহস্থলির কাজে ব্যবহার ছাড়াও কৃষি, কুটির শিল্প এবং বিভিন্ন আয়বর্ধক কর্মকাণ্ডে বিদ্যুতের ব্যবহার ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে। বিদ্যুৎ ব্যবস্থা সম্প্রসারণের ফলে মহানগর এলাকা, শহর, সিটি কর্পোরেশন, জেলা, উপজেলা, পৌরসভাসহ প্রত্যন্ত ও দু**র্গ**ম গ্রামীণ অঞ্চলে বিদ্যুৎ সুবিধা সম্প্রসারণের ফলে নতুন নতুন শিল্প-কারখানা, কুটির শিল্প ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার মাধ্যমে দেশব্যাপী ব্যাপক কর্মসংস্থানের সৃষ্টি হচ্ছে। শতভাগ বিদ্যুৎ সুবিধা নিশ্চিতকরণসহ প্রেক্ষিত পরিকল্পনা, অষ্টম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা, এসডিজি লক্ষ্যমাত্রা এবং ‘শেখ হাসিনার উদ্যোগ, ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ’ কর্মসূচি বাস্তবায়ন বিদ্যুৎ বিভাগ অত্যন্ত দক্ষতার সাথে অর্জন করে চলেছে।** ইতোমধ্যেই দুর্গম প্রত্যন্ত অঞ্চল/দ্বীপাঞ্চলে নবায়নযোগ্য জ্বালানিভিত্তিক অফ-গ্রিড ও সাবমেরিন ক্যাবলের মাধ্যমে বিদ্যুৎ সরবরাহপূর্বক প্রায় শতভাগ উপজেলায় গ্রিডভিত্তিক বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিত করা সম্ভব হয়েছে। এর ফলে বিদ্যুৎ সুবিধা ভোগ করে নারীরা আত্মনির্ভরশীল মূলক বিভিন্ন আয়বর্ধক কর্মকান্ডে অংশগ্রহণের মাধ্যমে দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত হচ্ছে।

**1.2 Allocation of business অনুযায়ী নারী উন্নয়ন সংক্রান্ত মন্ত্রণালয়/বিভাগের ম্যান্ডেট:** **বিদ্যুৎ বিভাগের প্রধান কার্যাবলিসমূহ হচ্ছে- (ক)** বিদ্যুৎ উৎপাদন, সঞ্চালন ও বিতরণ কার্যক্রম পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ; (খ) বিদ্যুৎ সংক্রান্ত আইন ও নীতিমালা প্রণয়ন, হালনাগাদকরণ ও বাস্তবায়ন; (গ) বর্ধিত বিদ্যুৎ চাহিদার সাথে সংগতি রেখে পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং সে অনুযায়ী বিদ্যুৎ উৎপাদন, সঞ্চালন এবং বিতরণ ব্যবস্থার নির্মাণ, সম্প্রসারণ, পুনর্বাসন ও আধুনিকায়ন; (ঘ) সরকারি বিনিয়োগের পাশাপাশি বেসরকারি ও যৌথ উদ্যোগে বিনিয়োগ উৎসাহিতকরণ; (ঙ) পল্লী বিদ্যুতায়ন ও নবায়নযোগ্য জ্বালানির মাধ্যমে গ্রামীণ দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন; (চ) সংস্থা/কোম্পানিসমূহের রাজস্ব আদায় ও বাণিজ্যিক কার্যক্রম তদারকিকরণ; এবং (ছ) নবায়নযোগ্য জ্বালানির প্রসার এবং বিদ্যুতের দক্ষ ও সাশ্রয়ী ব্যবহার নিশ্চিতকরণ। বর্ণিত কার্যাবলি বাস্তবায়নের মাধ্যমে পল্লী ও দুর্গম প্রত্যন্ত অঞ্চল/দীপাঞ্চলসহ সমগ্র নারী উন্নয়নে বিদ্যুৎ প্রত্যেক্ষ ও পরোক্ষভাবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে।

**২.০ মন্ত্রণালয়/বিভাগ সংশ্লিষ্ট নারী উন্নয়ন বিষয়ক আইন, নীতিমালা ও জাতীয় পরিকল্পনা দলিলের দিক-নির্দেশনা**

**প্রেক্ষিত পরিকল্পনা, ২০২১-৪১ এবং ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা বাস্তবায়নপূর্বক বিদ্যুৎ উৎপাদন, সঞ্চালন ও বিতরণ খাতের সমন্বিত উন্নয়নের মাধ্যমে সবার জন্য সাশ্রয়ী মূল্যে মানসম্পন্ন ও নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিত করা হবে। এতে মহানগর এলাকা, শহর, সিটি কর্পোরেশন, জেলা, উপজেলা, পৌরসভাসহ প্রত্যন্ত ও** দুর্গম **গ্রামীণ অঞ্চলে বিদ্যুৎ সুবিধা সম্প্রসারণের ফলে নতুন নতুন শিল্প-কারখানা, কুটির শিল্প ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার মাধ্যমে দেশব্যাপী ব্যাপক কর্মসংস্থানের সৃষ্টি হবে যাতে নারীদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি পাবে। বিদ্যুৎ সুবিধা নিশ্চিতকরণের ফলে নারীরা বিভিন্ন আয়বর্ধক কর্মকান্ডে জড়িয়ে পড়ছে। দেশের সামগ্রিক অর্থনৈতিক উন্নয়নে নারীদের অংশীদারিত্ব পর্যায়ক্রমে বৃদ্ধি পাচ্ছে।**

**৩.০ নারী উন্নয়নে মন্ত্রণালয়/বিভাগের প্রাসঙ্গিক কৌশলগত উদ্দেশ্য ও কার্যক্রমসমূহ**

**৩.১** **মানসম্পন্ন নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিতকরণ**: চাহিদা অনুযায়ী মানসম্পন্ন নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ এবং প্রত্যন্ত দুর্গম এলাকায় বিদ্যুৎ সুবিধা নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে নতুন নতুন শিল্পকারখানা, কুটির শিল্প ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠেছে। এতে কর্মসংস্থান এবং আয়বর্ধক কর্মকাণ্ডে নারীদের অংশগ্রহণের সুযোগ বৃদ্ধি পাচ্ছে।

**৩.২** **নবায়নযোগ্য জ্বালানি ও বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী প্রযুক্তির প্রসার**: গ্রিড বহির্ভূত প্রত্যন্ত দুর্গম অঞ্চল/দ্বীপাঞ্চলসহ সমগ্র বাংলাদেশে নবায়নযোগ্য জ্বালানিভিত্তিক উৎপাদিত বিদ্যুৎ সরবরাহ এবং বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী প্রযুক্তি প্রসারের মাধ্যমে নারীরা মোবাইল ফোনসহ অত্যাধুনিক তথ্য-প্রযুক্তি নির্ভর বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি ব্যবহার করে স্বল্প ও বৃহৎ পরিসরে বিভিন্ন আয়বর্ধক কার্যক্রমে সম্পৃক্ত হওয়ার সুযোগ পাচ্ছে। বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী বিভিন্ন ইলেকট্রনিক যন্ত্রপাতি ব্যবহারের মাধ্যমে নারীদের উৎপাদন/শিল্প ব্যয় হ্রাস পেয়েছে, ফলে তারা স্বল্প ব্যয়ের বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি ব্যবহারে অধিক আগ্রহী হচ্ছে। এ ছাড়াও গ্রামীণ জনপদের নারীরা টেলিভিশনসহ অন্যান্য প্রচার মাধ্যমের বদৌলতে বিনোদনসহ বিভিন্ন উন্নয়নমূলক, সেবামূলক ও সচেতনতামূলক জ্ঞান অর্জনের মাধ্যমে সামগ্রিক নারী উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করছে।

**৩.৩** **বিদ্যুৎ খাতের দক্ষতা বৃদ্ধি, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণ:** বিদ্যুৎ খাতের ব্যবস্থাপনা ও কারিগরি দক্ষতা বৃদ্ধি এবং স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণের ফলে মোবাইল ফোন ও ইন্টারনেটের মাধ্যমে স্বল্প সময়েই বিদ্যুৎ সংযোগ, বিল পরিশোধ ও অভিযোগ নিষ্পত্তি সম্পন্ন করা সম্ভব হচ্ছে। কারিগরি দক্ষতা বৃদ্ধির ফলে ব্যাপকভাবে বৈদ্যুতিক সিস্টেম লস হ্রাস পেয়েছে। এতে দ্রুততর শিল্পায়নের বিস্তার ঘটছে, যাতে পুরুষদের পাশাপাশি নারীদের কর্মসংস্থান ও বিনিয়োগের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি হচ্ছে।

**৪.০ মন্ত্রণালয়ের অগ্রাধিকার ব্যয়খাত/কর্মসূচিসমূহ এবং নারী উন্নয়নে এর প্রভাব**

| ক্রমিক | অগ্রাধিকার সম্পন্ন ব্যয় খাত/কর্মসূচি**সমূহ** | নারী উন্নয়নে প্রভাব (প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ) |
| --- | --- | --- |
| ১ | বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র স্থাপন, বিদ্যমান বিদ্যুৎ কেন্দ্র পুনর্বাসন ও রক্ষণাবেক্ষণ | নতুন বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র স্থাপন এবং বিদ্যমান পুরাতন ও অদক্ষ বিদ্যুৎ কেন্দ্র রক্ষণাবেক্ষণ/পুনর্বাসনের ফলে বিদ্যুৎ উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে। চাহিদা অনুযায়ী বিদ্যুৎ সরবরাহের ফলে নতুন নতুন শিল্প-প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠার পরিপ্রেক্ষিতে নারীদের কর্মসংস্থানের ক্ষেত্র বৃদ্ধি তথা শিল্প উদ্যোক্তা হওয়ার আগ্রহের সৃষ্টি হয়েছে। |
| ২ | নতুন সঞ্চালন লাইন নির্মাণ এবং বিদ্যমান সঞ্চালন লাইনের প্রয়োজনীয় সংস্কার সাধন | নতুন সঞ্চালন লাইন নির্মাণ এবং বিদ্যমান সঞ্চালন লাইনের প্রয়োজনীয় সংস্কার সাধনের মাধ্যমে বিদ্যুতের বর্তমান সঞ্চালন লাইনের পরিমাণ ১৩ হাজারের অধিক সার্কিট কিলোমিটারে উন্নীত করা সম্ভব হয়েছে। এতে নতুন নতুন শিল্পকারখানা/কর্মসংস্থানের ক্ষেত্র তৈরি হয়েছে, যাতে পুরুষদের পাশাপাশি নারীদের সম্পৃক্ততা বৃদ্ধি পেয়েছে। |
| ৩ | নতুন বিতরণ লাইন নির্মাণ ও বিদ্যমান লাইন সংস্কার | বিগত ১৩ বছরে ৩.৬১ লক্ষ কিলোমিটার নতুন বিতরণ লাইন নির্মাণপূর্বক বিতরণ লাইনের পরিমাণ ৬.২১ লক্ষ কিলোমিটারে উন্নীত করা সম্ভব হয়েছে। নতুন বিতরণ লাইন নির্মাণ ও বিদ্যমান লাইন সংস্কার/আধুনিকায়নের মাধ্যমে মানসম্মত ও নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহের ফলে ক্রমবর্ধমান সম্প্রসারিত এলাকাসমূহে শিল্পকাখানাসহ বিভিন্ন অর্থনৈতিক কর্মকান্ড বৃদ্ধি পেয়েছে। ব্যাপক হারে কৃষি, বাণিজ্য ও শিল্পোৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে, যাতে নারীদের সম্পৃক্ততা বেড়েছে। |
| ৪ | নবায়নযোগ্য জ্বালানি প্রযুক্তির প্রসার ও বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী কার্যক্রম গ্রহণ | গ্রিড বহির্ভূত প্রত্যন্ত দুর্গম অঞ্চল/দ্বীপাঞ্চলসহ সমগ্র বাংলাদেশে নবায়নযোগ্য জ্বালানিভিত্তিক বিদ্যুৎ সরবরাহ এবং বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী প্রযুক্তি প্রসারের মাধ্যমে নারীরা মোবাইল ফোনসহ অত্যাধুনিক তথ্য-প্রযুক্তি নির্ভর বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি ব্যবহার করে স্বল্প, মাঝারি ও বৃহৎ পরিসরে বিভিন্ন আয়বর্ধক কর্মকান্ডে সম্পৃক্ত হচ্ছে। বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী বিভিন্ন বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি ব্যবহারের মাধ্যমে নারীদের উৎপাদন/শিল্প ব্যয় হ্রাস পাওয়ায় তারা স্বল্প ব্যয়ে বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি ব্যবহারে অধিক আগ্রহী হচ্ছে। এতে নারীদের আয়বর্ধক কার্যক্রমে সম্পৃক্ততা বৃদ্ধি পেয়েছে। |

**৫.০ বিভাগের কার্যক্রমে নারীর অংশগ্রহণ এবং মোট বাজেটে নারীর হিস্যা**

**৫.১ বিভাগ/দপ্তর/সংস্থার কার্যক্রমে নারী অংশগ্রহণ:** বাংলাদেশ পাওয়ার সেক্টর ইআরপি’র তথ্যানুযায়ী বিদ্যুৎখাতের আওতায় সংস্থা/কোম্পানিসমূহে কর্মরত মোট জনবল ৭০,২৫১ জন, যার মধ্যে ৭,৪৩০ জন নারী। এ ছাড়াও বেসরকারি বিনিয়োগে স্থাপিত বিদ্যুৎ কেন্দ্রসমূহে বহুসংখ্যক নারীর সম্পৃক্ততা রয়েছে।

**৫.২** বিভাগ/দপ্তর/সংস্থার কার্যক্রমে উপকারভোগী মহিলা ও পুরুষের পরিসংখ্যান : বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো’র এসভিআরএস, ২০২০ অনুযায়ী দেশের মোট জনসংখ্যা ১৬.৮২ কোটি। যার মধ্যে নারীর সংখ্যা ৮.৪০ কোটি এবং পুরুষের সংখ্যা ৮.৪২ কোটি। ইতোমধ্যেই শতভাগ বিদ্যুতায়নের ফলে দেশের সকল নারীগণই বিদ্যুৎ সুবিধা ভোগ করছেন।

**৫.৩ বিভাগের মোট বাজেটে নারীর হিস্যা**

(কোটি টাকায়)

| **বিবরণ** | **বাজেট 20২3-24** | | | **সংশোধিত 2022-২3** | | | **বাজেট 2022-২3** | | | **প্রকৃত 2021-22** | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **বাজেট** | **নারীর হিস্যা** | | **সংশোধিত** | **নারীর হিস্যা** | | **বাজেট** | **নারীর হিস্যা** | | **প্রকৃত** | **নারীর হিস্যা** | |
| **নারী** | **শতকরা হার** | **নারী** | **শতকরা হার** | **নারী** | **শতকরা হার** | **নারী** | **শতকরা হার** |
| মোট বাজেট |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| বিভাগের বাজেট |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| উন্নয়ন বাজেট |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| পরিচালন বাজেট |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

সূত্রঃ আর.সি.জি.পি. ডাটাবেইজ

**৬.০ বিগত অর্থবছরে নারী উন্নয়নে সুপারিশকৃত কার্যাবলির অগ্রগতির চিত্র ও উল্লেখযোগ্য সাফল্যসমূহ**

**৬.১ নারী উন্নয়নে বিগত বছরসমূহের সুপারিশকৃত কার্যাবলির অগ্রগতির চিত্র**

| **ক্রমিক নং** | **বিগত বছরের সুপারিশকৃত কার্যাবলি** | **অগ্রগতি** |
| --- | --- | --- |
| ১ | নারী উন্নয়নে গৃহীত প্রকল্প/কর্মসূচিতে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বিদ্যুৎ সংযোগ প্রদান | নারী উন্নয়নে গৃহীত প্রকল্প/কর্মসূচিতে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বিদ্যুৎ সংযোগ প্রদান করা হচ্ছে। |
| ২ | বিদ্যুৎখাতে কর্মরত নারীদের শিশুদের জন্য ‘ডে-কেয়ার সেন্টার’ এর ব্যবস্থা করা | বিদ্যুৎ বিভাগের আওতাধীন সংস্থা/কোম্পানি কর্তৃক প্রত্যেক সংস্থায় ‘ডে-কেয়ার সেন্টার’ স্থাপন প্রক্রিয়া চলমান। |
| ৩ | বিদ্যুৎখাতে কর্মরত নারীদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা | বিদ্যুৎখাতে কর্মরত নারীদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য নিয়মিতভাবে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। |
| ৪ | কর্মক্ষেত্রে নারীদের কর্মব্যস্ততা হ্রাস এবং প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করা | কর্মক্ষেত্রে নারীদের আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারের ফলে কর্মব্যস্ততা হ্রাস পেয়েছে। এছাড়াও কর্মক্ষেত্রে নারীদের প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করা হচ্ছে। |
| ৫ | প্রকল্প/ কর্মসূচি গ্রহণকালে প্রয়োজনীয়তার নিরীখে যথোপযুক্ত স্থানে নারী পদের সংস্থান রাখা | প্রকল্প/কর্মসূচি গ্রহণকালে প্রয়োজনীয়তার নিরীখে যথোপযুক্ত স্থানে নারী পদের সংস্থান রাখা হচ্ছে। |

**৬.২** মন্ত্রণালয়ের বিগত ১৩ বছরে দেশে মাথাপিছু বিদ্যুৎ উৎপাদন ২২০ কিলোওয়াট ঘন্টা থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ৫৬০ কিলোওয়াট ঘন্টায় উন্নীত হয়েছে। মাথাপিছু বিদ্যুৎ উৎপাদন ও এর ব্যবহার বৃদ্ধির ফলে অধিক সংখ্যক নারীকে কর্মমুখী এবং তাদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন সম্ভব হয়েছে। নারী উন্নয়নে বিদ্যুৎ বিভাগের উল্লেখযোগ্য সাফল্য নিম্নে দেয়া হল:

* পল্লী বিদ্যুতায়ন কার্যক্রমে বিলিং কাজে সিংহভাগ নারীর অংশগ্রহণ;
* সোলার হোম সিস্টেম ও উন্নত চুলা বিতরণ কাজে নারী সম্পৃক্তকরণ;
* বিদ্যুৎ বিতরণ সম্প্রসারণের মাধ্যমে গার্মেন্টস শিল্পে প্রায় ৫৫% নারীর অংশগ্রহণ;
* বিদ্যুতায়নের মাধ্যমে ইউনিয়ন ডিজিটাল কেন্দ্র এবং কমিউনিটি ক্লিনিকে নারীদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি;
* নতুন ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান স্থাপনের মাধ্যমে নারীদের কর্মসংস্থান বৃদ্ধি;
* প্রত্যন্ত গ্রামীণ এলাকা বিদ্যুতায়নের ফলে রেডিও, টেলিভিশন ও সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে নারীদের স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও আধুনিক প্রযুক্তি নির্ভর যন্ত্রপাতি ব্যবহারে দক্ষতা বৃদ্ধি;
* দরিদ্র ও সুবিধা বঞ্চিত নারী কর্তৃক গৃহীত কর্মসূচিতে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বিদ্যুৎ সংযোগ প্রদানে উৎসাহিত করা হচ্ছে; এবং
* আধুনিক তথ্য-প্রযুক্তি নির্ভর বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি/উপকরণ ব্যবহারের মাধ্যমে নারীরা প্রয়োজনীয় জ্ঞান অর্জন করতে সক্ষম হচ্ছে।

**৭.০ ভবিষ্যৎ করণীয় সম্পর্কে সুপারিশ**

* মন্ত্রণালয়ের বিদ্যুৎখাতের আওতায় সকল সংস্থা/কোম্পানির আওতায় নারী কর্মীদের জন্য ‘ডে-কেয়ার’ স্থাপন ব্যাপক হারে বৃদ্ধি করতে হবে;
* বিদ্যুৎখাতে কর্মরত নারী কর্মীদের দক্ষতা উন্নয়নে নিয়মিতভাবে প্রশিক্ষণ প্রদান;
* সংস্থা/কোম্পানি সমূহে শূন্য পদে নিয়োগের সময় প্রযোজ্য ক্ষেত্রে নারীর অগ্রাধিকার প্রদান;
* প্রকল্প গ্রহণকালীণ অথবা নতুন পদ সৃষ্টি/সংরক্ষণে প্রয়োজনীয় সংখ্যক নারী কর্মীর সংস্থান রাখা;
* সংস্থা/কোম্পানি সমূহে কর্মরত নারীদের কাজের জন্য উপযুক্ত কর্মপরিবেশ সৃষ্টি করা; এবং
* সেবা গ্রহণে আগ্রহী নারীদের মানসম্মত সেবা প্রদান নিশ্চিত করা।